ইনকিলাব

তারিখ 16 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৪ ২

শিক্ষার মানোন্নয়ন কমিটি

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এযাবত বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সাথে আরো একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যোগ হতে চলেছে 'শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত'। ইতিপূর্বে পরীক্ষা নকলমুক্ত ও উপবৃত্তি প্রদানসহ কয়েকটি পদক্ষেপ সর্বস্তরে প্রশংসা লাভ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে তাও বিপুলভাবে প্রশংসিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কেননা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করা হলে তা ফলপ্রসূ হবে- এই আশা করা যায়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার ইতিপূর্বে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপ। এর ফলে নকল প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে- এরূপ দাবী করা না গেলেও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অধ্যাদেশ লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বহু আগেই অনুভূত হচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে অতীতে নানা পদেক্ষেপ গৃহীত হলেও কাজের মত কাজ কিছুই হয়নি। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে রীতিমত নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে, যা এখনো বিদ্যমান। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে এই নাজুক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতঃ ক্রমে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন- এটা আনন্দের কথা, উৎসাহের বিষয়। তবে এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি এবং তা হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নানা সমস্যা সমাধানে এবং শিক্ষার নানা উন্নয়নে বিগত কয়েক দশকে যেমন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং এজন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে সব কিছু বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকেই করা। এসব কমিশনের পেছনে এযাবত বিপুল অর্থও ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার মানোন্নয়ন তো হয়নি বরং শিক্ষা ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে নানা সমস্যা-সংকটের দুর্ভেধ্য পর্বত।

প্রকাশিত সর্বশেষ খবর অনুযায়ী শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী, অভিভাবক ও সরকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে সরকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করবে। কমিটি দু'টির নামকরণ করা হবে যথাক্রমে 'জেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটি' এবং 'উপজেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা কমিটি'। এই উভয় কমিটির করণীয় কাজ তথা দায়িত্ব নির্ধারিত থাকবে। গত শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ ধরনের কমিটি গঠনের এ ঘোষণা দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে উপদেষ্টা, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে ২২ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হবে। এতে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার প্রধান, শিক্ষক ও এলাকার শিক্ষাবিদ এবং অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি ও প্রকল্প কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে অনুরূপভাবে ২০ সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি উপজেলা কমিটি গঠন করা হবে। এরূপ কমিটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্বের কথাও বিবেচনায় রেখে অবিলম্বে তা গঠন করা এবং নিরপেক্ষ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সুযোগদানে উদারতা প্রদর্শন করা হবে বলে আমরা আশাবাদী। এরূপ কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হলে তা হবে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এবং তার সুফলও আশা করা যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব যেন দলীয় রাজনীতিমুক্ত হয়।